167

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2.8.DEC. 1998.......
পৃঃ ... ২ ... কলাম ... ২ ......

যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের কুশপুত্তলিকা দাহকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষের খণ্ড চিত্র। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা কুশপুত্তলিকা দাহ করছে। লাঠিসোটা হাতে আন্দোলনবিরোধীদের ধাওয়া এবং ধাওয়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ —জনকণ্ঠ

যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে হামলা, আহত ৬ ॥ প্রক্টর তদন্ত করবেন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে হামলায় ৬ জন আহত হয়েছেন। এ হামলার ঘটনা তদন্তের জন্য প্রক্টরকে দায়িত্ব দিয়েছেন উপাচার্য।

গতকাল শনিবার দু'পক্ষের কর্মসূচী চলার এক পর্যায়ে হামলার ঘটনা ঘটে। 'যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের' কর্মসূচী ছিল যৌন নিপীড়নের অভিযোগের অভিযুক্ত শিক্ষকদের কুশপুত্তলিকা দাহ ও মিছিল। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আন্দোলনরত 'সচেতন ছাত্রসমাজ'-এর কর্মসূচী ছিল নিপীড়নবিরোধীদের উদ্দেশে থুথু নিক্ষেপ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

হামলার ঘটনা সম্পর্কে দু'রকম ভাষ্য পাওয়া গেছে। একটি ভাষ্যে জানা যায়, 'যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ শেষে ডাকসু ভবনের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন। সে সময় অপরাজেয় বাংলার কাছ থেকে ১০/১২ জন তরুণ বিশ্রী গালিগালাজ করে বাঁশ ও ইট নিয়ে নিপীড়নবিরোধীদের ওপর হামলা চালায়। এতে ছয়জন আহত হন। তিনজনের মাথায় জখম হয়েছে।

পুলিশের হস্তক্ষেপে ঘটনা বেশিদূর গড়াতে পারেনি। পুলিশ

(৭-এর পাতায় দেখুন)

যৌন নিপীড়নবিরোধী

(প্রথম পাতার পর)

একজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করলেও প্রভাবশালী একটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়। অপর ভাষ্যে জানা যায়, সাধারণ ছাত্রদের একাংশ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আন্দোলনরত দু'পক্ষ ও পুলিশের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ইটপাটকেল ছোড়ে।

সচেতন ছাত্রসমাজের সমাবেশে বক্তারা উপাচার্যের অনুরোধে তাঁদের সোমবার ও মঙ্গলবারের পূর্বঘোষিত কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে গার্মেন্টস কর্মী, এনজিও, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষিতা ছাত্রীরা। এর পিছনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরও মদদ রয়েছে।

বিকালে মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন যে, তাঁরা সকল যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে।

দোষী ব্যক্তিকে তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তি দিতে হবে। তবে ঢালাওভাবে সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ঠিক নয়। সচেতন ছাত্রসমাজের ব্যানারে যারা আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই বলে তাঁরা জানান।

দুপুরে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, শনিবার রাতেও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা অনুরোধ করি যার যার কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য। এক প্রশ্নের জবাবে প্রক্টর বলেন, প্রাথমিক তদন্তে দোষী প্রতীয়মান হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহিদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গত রাতে উপাচার্য জনকণ্ঠকে বলেন, ক্যাম্পাসে পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। রবিবারের পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের একটি বৈঠক ডাকা হবে ২/১ দিনের মধ্যে। এ ছাড়াও শীঘ্রই সিন্ডিকেটের সভা হবে। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিপীড়ন ইস্যুটিও আলোচনা করা হবে।

তদন্ত কমিটির সর্বশেষ

দায়িত্বশীল সূত্রের খবর ঃ যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তের কাজ সন্তোষজনক গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ১০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হবে।

ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক-কর্মচারীদের সাক্ষ্য নিয়েছে। সাক্ষ্য গ্রহণ পর্বের বেশিরভাগ কাজ শেষ। অভিযোগকারিণী ছাত্রী অসুস্থ বলে জানিয়েছে। তাঁর সঙ্গে কমিটি আরও কথা বলবে।

কমিটি সদস্যরা চারটি বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। কয়েক মহিলা শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আরও যে কেউ সাক্ষ্য দিতে পারেন। কমিটি যে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট দিয়েছে, তারই ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

উপাচার্য গতরাতে জনকণ্ঠকে বলেন, 'যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের' একটি দাবি ছিল অভিযোগ সেল গঠন। আমি বলেছি, রেজিস্ট্রার লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করবেন। তাঁদের দাবি পূরণ হয়েছে। তিনি বিবদমান দু'পক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, উভয় পক্ষকেই সংযম প্রদর্শন করতে হবে। কোন সহিংস ঘটনা যেন না ঘটে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করে কারও কোনও লাভ হবে না– এটা সকলকে মনে রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দায়িত্বশীল মহলের ধারণা, 'যৌন নিপীড়নের' ঘটনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে তার মধ্যে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে।

উপাচার্য এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তদন্তে কোন শিক্ষক গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হয়। সে ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আছে। তবে তা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। দু'থেকে তিন মাস সময় লেগে যায় ওতে।

হামলার নিন্দা

এদিকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকালের হামলার নিন্দা করেছে। নিন্দা জানিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, জাতীয় ছাত্র দল ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।